ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন
ISLAMI SHASANTANTRA CHHATRA ANDOLAN
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২-৯৫৫৭১৩১, ওয়েব : www.iscabd.org

ইসলামী বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি

বিপ্লবের অর্থ হলো কোন কিছুর আমুল পরিবর্তন। বিপ্লব দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমত বিদ্যমান বিষয়কে বহাল রেখেই তার বৈশিষ্ট্য বা প্রয়োজনীয় অংশে পরিবর্তন করা। এটাকে Modification-ও বলা যায়। ইসলামে এ ধরনের বিপ্লবের নজীর আছে। আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালা নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবীগণ ছিলেন এই প্রথম ধরনের বিপ্লবের সফল রূপকার। তারা তাদের পূর্ববর্তী রাসূলের ওপরে নাজিলকৃত বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর যে অসংগতি হয়েছে তার সঠিক বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতীয় ধরনের বিপ্লব হলো, বিদ্যমান কাঠামোকে সরিয়ে নতুন কোন কাঠামো স্থাপন করা। রাসূল সা. এই ধরনের বিপ্লবের সফল রূপকার ছিলেন। তিনি তার সময়কার প্রচলিত বিধি-বিধান ও সমাজ কাঠামোকে সংশোধন না; বরং একেবারে উৎখাত করে সবকিছু নতুন করে তৈরি করেছেন।

বিপ্লবের পরিধিও নানা রকম হতে পারে। বিশ্বের ইতিহাস নানা রকম বিপ্লব দেখেছে। পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্রী অর্থ ব্যবস্থার বিপ্লব হয়েছে। আবার পুঁজিবাদের নীতির ভিতরে থেকেও আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে বারংবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের ধ্যান-ধারনা, জীবনাচার, তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পৃথিবী দেখেছে।

প্রশ্ন হলো, ইসলাম কোন ধরনের বিপ্লবের কথা বলে বা আদৌও কি ইসলাম কোন বিপ্লবের কথা বলে কিনা?

হ্যাঁ, ইসলাম বিপ্লবের কথা বলে। ইসলামের কালেমাই একটি বিপ্লবী মন্ত্র। এই কালেমা পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল কিছুকে অস্বীকার করার, সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ঘোষণা দেয় আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে।

রাসূল সা.-এর ২৩ বছরের কর্মপন্থা থেকেও বোঝা যায় যে, রাসূল সা. দ্বিতীয় ধরনের বিপ্লব তথা বিদ্যমান কাঠামোকে একেবারে সরিয়ে নতুন করে সবকিছুকে স্থাপন করেছেন। রাসূল সা. জীবন থেকে একথাও স্পষ্ট যে, তিনি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিপ্লব নয় বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছেন।

তিনি সাহাবায়ে কেরামের আমূল পাল্টে দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে আর পরে সাহাবাদের কোন কিছুই একরকম ছিল না।

তাদের ঘুম থেকে ওঠার সময়, ওঠার ধরন, তাদের প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার ধরণ, তাদের সম্ভাষণ, পোষাক-পরিচ্ছেদ, মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাদের লেনদেন আর উপার্জন-ব্যয়, তাদের বিচার-আচার, রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কে ভাবনা ইত্যাদি সবকিছুকেই রাসূল সা. পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

তাই ইসলামী বিপ্লবের পরিধি হবে সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি ধারা এই বিপ্লবের আওতাভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যদি বিপ্লবের ক্ষেত্র চিহ্নিত করি তা হলে যে ক্ষেত্রগুলো দেখতে পাই তা হলো-

১. সরকার নির্বাচন পদ্ধতি
২. সরকার গঠন পদ্ধতি
৩. সরকারের দায়িত্ব বণ্টন পদ্ধতি- আইন, শাসন ও বিচার
৪. সরকার পরিচালনা পদ্ধতি
৫. সাহিত্য
   ক. সংগীত
   খ. কবিতা
   গ. উপন্যাস
   ঘ. গল্প
   ঙ. নাটিকা
৬. সংস্কৃতি
   ক. পোশাক পরিচ্ছেদ
   খ. সম্ভাষণ
   গ. কথা বলার ধরণ
   ঘ. আনন্দ উপকরণ
   ঙ. দৈনন্দিন কার্যকলাপ
   চ. মানুষের সাথে সম্পর্ক- নারী, শিশু
   ছ. জ্ঞানার্জন
৭. উৎপাদন ব্যবস্থা
   ক. উৎপাদনের উপাদানসমূহের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক- ভূমি, শ্রম, পুঁজি, উদ্যোগ।
   খ. তাদের মধ্যে বিনিময় পদ্ধতি
   গ. ভোগ ব্যবস্থা।

এগুলোসহ আরো যত ক্ষেত্র মানুষের জীবনে কল্পনা করা যায় তার প্রতিটি ক্ষেত্রই ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র।

বিপ্লবের পদ্ধতি

আমরা সবসময় বলে আসছি যে, বিপ্লবের পদ্ধতি চারটা হতে পারে। যথা-

১. নির্বাচন
২. সামরিক অভ্যুত্থান
৩. সশস্ত্র বিপ্লব
৪. গণবিপ্লব

আসলে এই চার পদ্ধতিকে উল্লেখ করা হয় কেবলমাত্র সরকার পরিবর্তন করার পদ্ধতি হিসেবে। ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি হিসেবে না। ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্রসমূহ যদি বিবেচনায় থাকে তা হলে একথা পরিষ্কার যে নির্বাচন, সামরিক ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে বিপ্লব সাধন করা সম্ভব না। যদি ইসলামকে কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তা হলে এই তিন পন্থায় ইসলামী বিপ্লব সাধন করার চিন্তা করা যায়। বস্তুত ইসলাম কেবলমাত্র রাজনৈতিক দর্শন নয়। রাসূল সা. কেবলমাত্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেরিত হন নি। "লি উজ হিরাহু আলাদদিনি কুল্লিহি।" এখানে দীন বলতে কেবল রাষ্ট্রীয় দর্শন না।

নির্বাচনের মাধ্যমে যে ক্ষমতা অর্জিত হয়, তা কেবলমাত্র সরকার পরিচালনা করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার পরিধি কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম। তাও নিরঙ্কুশ না। রাষ্ট্রীয় কাঠামো, মৌলিক বিধি-বিধান ইত্যাদি পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে না। বর্তমানে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন হওয়াতে সেখানে কোন ক্ষমতা নির্বাচনের মাধ্যম আইনত অর্জন হয় না। আইনত সংসদ স্বাধীন ও সার্বভৌম হওয়াতে সংসদেও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা অর্জন হয় না। যার ফলে যে নির্বাহী ক্ষমতা অর্জন হয় তা খুবই সীমিত এবং নির্বাচনের অর্থই হলো দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয়া। তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আসা প্রত্যাশিত।

সামরিক ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সফল হওয়া গেলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হয়তো অস্ত্রের জোরে সম্পূর্ণ অর্জন হয়। কিন্তু অস্ত্রের জোরে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা বাস্তবসম্মত চিন্তা না এবং অস্ত্রের জোরে যে সম্মতি আদায় হয় তা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে বিপ্লব সাধন হলো, তা ইসলামী বিপ্লবের হাজার ভাগের একভাগ। তাও আবার সর্বদা হারানো ভয়। অথচ এর জন্য যে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে তার পরিমাণ বিপুল-বিশাল। এই বিনিয়োগ কেবল অর্থ, শ্রম, রক্ত আর জীবন-ই না; বরং ইসলামের শান্ত, সৌম্য ও শান্তির যে ভাবমুর্তি, ইসলামের যে অন্তর্গত-ভাবগত মহাত্ম, ইসলামের যে দর্শনগত বৈশিষ্ট তাও বিসর্জন দিতে হয়।

তাহলে ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি কী হবে?

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি হবে গণবিপ্লব। গণবিপ্লব হলো, ইসলামের শান্ত, সৌম্য ও শান্তির ভাবমুর্তি ব্যবহার করে, ইসলামের অন্তগর্ত-ভাবগত মহাত্ম ব্যবহার করে, ইসলামের দর্শনগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে ইসলামের ভূমিকাকে সামনে এনে, মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে, মানুষের ইহকালিন ও পরলৌকিক মুক্তির পয়গামকে সামনে এনে মানুষের হৃদয় জয় করে, তাদের অন্তরে আল্লাহর অহদানিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত এর বিশ্বাস স্থাপন করে তার ভিতরে ইসলামকে সর্বোতভাবে অনুসরণ করার প্রবল বাসনা এবং সেই বাসনা পূরণে বাধা প্রধানকারী তাগুতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহের মাধ্যেমে যে বিপ্লব সাধিত হয় তাই হলো গণ বিপ্লব।

গণবিপ্লবের ধারাতম সম্পর্কে আমরা শুনেছি। গণ দাওয়াত, গণ চেতনা, গণদাবী, গণবিপ্লব।

এটা হলো গণবিপ্লবের অভ্যন্তরে চারটা স্তর। এই স্তরগুলো তৈরি হবে কীভাবে? কোন পথ পরিক্রমা ধরে মানুষের মাঝে এই গণদাওয়াত পৌঁছে দেয়া যায় তাকে গণচেতনায় পরিণত করে গণদাবীতে রূপ দেয়া যাবে এবং কোন পথ পরিক্রমায় তা চূড়ান্ত বিপ্লব হবে?

১. সমাজকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। সমাজে কী ঘটছে, তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সংগ্রহ করতে হবে। কারা এটাকে ঘটাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। কোন দর্শনের ভিত্তিতে ঘটনা ঘটছে তা জনাতে হবে। সমাজ অধ্যয়নের এই তিনটি দিক- কী ঘটছে, কারা ঘটাচ্ছে এবং কোন দর্শনের কারণে ঘটছে।

   যেমন- দুর্নীতি সমাজের ঘটমান একটা কাজ। এখানে আমাদের কাজ হবে- কোন সেক্টরে, কত টাকা, কীভাবে লোপট হচ্ছে তা দর্পনে রাখা; কারা এটা করছে, তাও প্রমাণসহ আত্বস্থ রাখা। পহেলা বৈশাখে একটা অপসংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে দেশে। কোন দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটা ঘটছে তা অনুধাবন করতে হবে।

২. সমাজের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে কীভাবে দেয়া আছে তা ভালোমত জানা।

৩. ইসলামের সমাধান চলতি সমাজের মানুষের বোধগম্য ভাষায় বরং তাদেরকে আকৃষ্ট ভাষায় ও পরিভাষায় উপস্থাপন করা।

৪. মানুষের স্থানীয় আঞ্চলিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার ইসলামী সমাধান দেয়া এবং সেই সমাধান আদায়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া।

৫. জাতীয় পর্যায়ের সাধারণ/common ইস্যু নিয়ে ইসলামের সমাধান সামনে এনে আন্দোলন গড়ে তোলা।
৬. মানুষের আত্মিক সংশোধনের লক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা।
৭. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার দাবী পূরণে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ পন্থা অবলম্বন।

উপকরণ

১. নেতা

ক. বিপ্লবী হওয়া
খ. সততার মাপকাঠীতে উচ্চতর হওয়া।
গ. প্রগতীশল হওয়া
ঘ. জনমানুষের মাঝ থেকে হওয়া।
ঙ. প্রবল ব্যক্তত্ব সম্পন্ন হওয়া
চ. আত্মনিবেদিত হওয়া
ছ. কর্মী বান্ধব হওয়া
জ. সৃষ্টিশীল হওয়া
ঝ. চলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শি হওয়া
ঞ. আল্লাহর ওলি হওয়া

২. কর্মসূচি

ক. সমসায়িক হওয়া
খ. মানুষের কমন সমস্যার সমাধানে হওয়া
গ. কঠোর কিন্তু হটকারী না হওয়া
ঘ. বিভেদ-উচ্ছেদের এমন না হওয়া
ঙ. বিপ্লবী হওয়া

৩. কর্মী

ক. বিপ্লবী হুওয়া
খ. আত্ম নিবেদিত
গ. আনুগত্যশীল
ঘ. আল্লাহর অলি হওয়া

এখানে পাঁচটা ধাপের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধাপগুলো অতিক্রম করার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে তা হলো-

১. গণসংগঠন গড়ে তোলা

একক কোন সংগঠনকে দেশের সর্বশেষ প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করে তোলা। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ওয়ার্ড পর্যন্ত সংগঠনের মজবুত অবস্থান তৈরি করা।

২. বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা

দেশের বিদ্যমান সকল পেশার মানুষের জন্য সংগঠন দাঁড় করানো এবং তা মজবুতির সাথে তাদের মাঝে অবস্থান করা।

৩. সকল পর্যায়ের নেতৃত্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
৪. সমাজের সমস্যাগলোকে চিহ্নিত করতে, তার সমাধান চলতি পরিভাষায় উপস্থাপনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. সময়োপযোগী কর্মসুচি দেয়া
৬. মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে ও দেশের সাধারণ সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
৭. ধর্মীয় বিভাজন এবং আন্তধর্ম বিভেদ নিয়ে আলোচনা পরিহার করা।
৮. কর্মসূচির ধারাবহিকতা রক্ষা করা এবং হটকারীতা না করা আন্দোলন বিক্রি না করা।
৯. নেতৃত্ব জনমানুষের মাঝ থেকে আসা। জনমানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা।
১০. ক. গণসংগীতের দল গড়ে তোলা; যারা গ্রামে-গ্রামে হাট-বাজরে গান গেয়ে মানুষেকে উদ্ধুদ্ধ করবে।
খ. একদল সাহিত্যিক গড়ে তুলতে হবে। যাদের কাজ হবে সাহিত্য অঙ্গনকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া। তাদের চলন-বলন-ভুষণ চলতি ধারার হতে হবে। তাদের সাহিত্য রচনার ধরণ চলতি ধারার হবে। অদৃশ্য কিন্তু প্রখর টান থাকবে বিপ্লবের প্রতি।
গ. আনন্দ উপকরণ-টিভি-নাটক-উৎসব-পার্বন ইত্যাদিকে সুকৌশলে পাল্টে দিতে হবে। রাতারাতি হবে না। ধুম করে বন্ধ করে দিলেও হবে না; বরং চলতি ধারাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিতে হবে।
ঘ. পোষাকের ক্ষেত্রে মানুষ তারোকাদের অনুসরণ করে। মিডিয়ায় পোষাক দিন দিন ছোট হচ্ছে। মিডিয়ার পোষাক আস্তে আস্তে বড় করার চেষ্টা করতে হবে।
ঙ. দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে বর্তমানে পশ্চিমা অনুসরন করার ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এখানে ইসলামী অনুশাসন মানাটাকে ফ্যাশনে পরিণত করতে হবে।
১১. ভূমির বণ্টন নিয় বিদমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান সামনে আনা।
ক. সেচ, সার, পণ্য পরিবহন, মাধ্যসত্ব ভোগ, মজুদদারী মহাজনি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করে কৃষক স্বার্থ বিরোধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে।
খ. মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে হবে।
গ. পুঁজির ওপরে সুদের প্রভাব নিয় আলোচনা সবাইকে বুঝিযে দিতে হবে।
ঘ. ভোগের অবাধ গতির ক্ষতি সমানে এনে তার ইসলামী সমাধান পেশ করতে হবে। ভোগপণ্যের মান নিশ্চিত করার দাবী তুলতে হবে।
১২. সরকার নির্বানের চলমান পদ্ধতি কতটা রক্তক্ষয়ী এবং এর মাধ্যমে যথাযথ নেতৃত্ব বাছাইয়ে সমসার স্থান যৌক্তিভাবে তুলে ধরতে হবে।
১৩. সরকার গঠন, সরকার পরিচালনায চলমান পদ্ধতি কী করে জনতার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করছে, একনায়কতন্ত্রের জন্ম দিচ্ছে তা বুঝিয়ে দেয়া।
১৪. সরকাররে ক্ষমতা বণ্টন, চলতি আইনের দীর্ঘ সুতিতা, আইনের অপব্যবহার, আইনের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতির দিকগুলো সামনে আনা।
১৫. নারী সম্পর্কে ইসলামের ধারণা পরিষ্কার করা। আধুনিক নারীবাদ যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষায় তার জবাব দেয়া। তারা যে মাপকাটি ঠিক করে তার অসারতা দেখিয়ে দেয়া।
১৬. আত্মশুদ্ধির জন্য একক কোন পন্থায় কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে আত্মশুদ্ধির সম্ভাব্য সকল পন্থা ব্যবহার করা এবং তাদে উদ্ভুদ্ধ করা।
১৭. সবধরনের বিভেদের উর্দ্ধে ওঠে কেবল "সুশাসন ইসলামী হুকুমত"-এর শ্লোগানকে সামনে আনা। সকল বিভেদ বিভাজনকে মেনে নিয়েই কেবলমাত্র "ইসলামী হুকুমত" প্রশ্নে সবাইকে স্বাগত জানানো। সবাইকে একিভূত করে আন্দোলন সামনে আনা।

উপরের আলোচনা হলো গণদাওয়াত, গণচেতনা সৃষ্টি ও গণদাবী তৈরির পথ পরিক্রমা নিয়ে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই পথ পরিক্রমায় আমাদের কাঁটা বা বাঁধাসমূহ কী?

গণদাওয়াতে ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ

ক. দাওয়াতের পরিধি সংকীর্ণ করে ফেলা- কেবল পরকালীন বিষয়ে দাওয়াতে দেয়া/ ধর্মীয় বিভাজন
খ. কেন্দ্রিক দাওয়াত
গ. সমাজের সমস্যা বুঝতে .....
ঘ. সমাজের সমস্যা বুঝতে ভুল করা
ঙ. সমাজের আগ্রহের বিষয় বুঝতে ভুল করা
চ. চিহ্নিত সমস্যার সঠিক সমাধান উপস্থানে ব্যর্থতা
ছ. মানুষের কাছে বোধগম্য ও তাকে আকৃষ্টকারী ভাষায় উপস্থাপনার অভাব
জ. দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমে হিসিবে নির্দিষ্ট একক পন্থা অবলম্বন
ঝ. কর্মীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রবল বাসনার অভাব।

গণচেতনার প্রতি বাঁধা

ক. ইসলামেকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা/ আংশিক উপস্থান/ কঠোর
খ. শত্রু কর্তৃক ইসলামের ভুল ব্যখ্যা উপস্থান। রাজনীতি না
গ. ইসলামকে সন্ত্রাস, নারী বিরোধী, উৎপাদনে বিরোধী, সেকেলে ইত্যাদি রূপে দেখানো
ঘ. মানুষের মাঝে ইসলাম ভীতি তৈরি করা- ইসলামী শাসন কঠোর ইত্যাদি বলা
ঙ. মাঠ পর্যায়ে ধর্মীয় ব্যক্তিদের পরনির্ভরশলতা
চ. জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী নেতৃত্বের দোদুল্যমনতা
ছ. আস্থা তৈরি করতে না পারা
জ. ভোগ বাদিতা
ঝ. মানুষের দৈনন্দিন কাজে নেতৃত্ব না দেয়া
ঞ. ধর্মীয় বিভাজনকে বড় করে দেখা।

গণবদাবীর প্রতি বাধা

ক. রাষ্ট্রীয় বাধা
খ. রাষ্ট্রীয় অপপ্রচর
গ. শক্তি প্রয়োগ
ঙ. নেতৃত্ব বিক্রি হয়ে যাওয়া
চ. দীর্ঘ মেয়াদে আন্দোলন সহ্য করার সক্ষমতার অভাব
ছ. উপায়-উপকরণের অভাব।

লেখক-
শেখ ফজলুল করীম মারুফ
সেক্রেটারি জেনারেল
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন